গাংনীতে অসুস্থ্য সংসারে নুরজাহানের চিকিৎসার প্রয়োজেন

স্বামী প্যারালাইজ্ড, সন্তান মানসিক ভারসাম্যহীন, এ দুজনকে দেখভাল করতে গিয়ে নিজেই মারাত্মক অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গৃহবধু নুরজাহান । তার হার্টের একটি বাল্ব অকেজো হয়ে পড়েছে। দ্রুত অপারেশন করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। এ জন্য প্রয়োজন বড় অংকের টাকা। অন্যথায় তাকে মরতে হবে ধুকে ধুকে। বাঁচার আকুতি থাকলেও নেই টাকা। ঘটনাটি গাংনীর আযান গ্রামের। ওই গৃহবধুর স্বামীর নাম মোজাব উদ্দীন ।

জানা গেছে, মোজাব উদ্দীনের চার সন্তান। মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে ফকিরুল ইসলামকে নিয়েই তার সংসার। স্ত্রী নুরজাহানকে নিয়ে কোনমতে সংসার চলছিল। ৮ বছর আগে স্বামী মোজাব উদ্দীন স্ট্রোক করেন। এতে বাম হাত ও পা অকেজো হয়ে যায়। বাড়িতে গবাদি পশু লালন পালন করা ছাড়াও মানুষের দান দক্ষিণা নিয়ে সংসার খরচের পাশাপাশি স্বামীর চিকিৎসা করাতেন। আশা ছিল, স্বামীকে তিনি সুস্থ করে তুলবেন। কিন্তু হঠাত নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

নুরজাহান অসুস্থ হলে তার মেয়ে ছাবিনা খাতুন স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকগন তাকে দ্রুত অপারেশনের পরামর্শ দেন। বিষয়টি অধিকতর নিশ্চিত হবার জন্য নুরজাহানকে নেয়া হয় ঢাকার ইবনেসীনা হাসপাতালে। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎক একেএম মহিউদ্দীন ভুইয়ার তত্বাবধানে চিকিৎসা নেন। হার্টের বাল্ব অকেজো হবার কথা বলে তিনিও অপারেশনের পরামর্শ দেন। টাকার অভাবে চিকিৎসা নিতে না পারায় নুরজাহান এখন মৃত্যু পথযাত্রী।

নুরজাহানের মেয়ে ছাবিনা জানান, বাবা মোজাব উদ্দীন ও ভাই ফকিরুলকে দেখা শোনা করতে গিয়ে মা নুরজাহান অসুস্থ হয়ে পড়ে। মায়ের উপরই নির্ভর ছিলো গোটা সংসার। ভাইদের মধ্যে একজন অসুস্থ। তারও সাংসারিক অবস্থা ভাল নয়। বাবা মাস তিনেক আগ থেকে বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন। মানসিক ভারসাম্যহীন ভাইটির জন্য সরকারী সহায়তা পান মাত্র ৫০০ টাকা। এ টাকা দিয়ে নিজেদেরই ওষুুধ কেনা হয় না। এমন কোন সম্পদও নেই যা বিক্রি করে মায়ের চিকিৎসা করানো যাবে। অপারেশনের জন্য অন্ততঃ ৮ লাখ টাকা খরচ হবে বলে জানিয়েছেন

চিকিৎসকরা। মায়ের জিবন বাঁচাতে চিকিৎসার সহায়তা চেয়েছেন মেয়ে ছাবিনা খাতুন। তার বিকাশ ও নগদ হিসাব নম্বর ০১৯৩১৫১৮৮০৮।

গাংনীতে কৃষক বাদলের ঘাড় মটকে দিয়েছে প্রতিপক্ষরা

পাট জাগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাদল হোসেন (৪০) নামের এক দিন মজুর কৃষকের ঘাড় মটকে দিয়েছে প্রতিপক্ষরা।

আহত বাদল হোসেন গাংনী উপজেলার আযান গ্রামের মসজিদপাড়া এলাকার আবু ছদ্দিনের ছেলে।

আজ শনিবার (২০ আগষ্ট) তাকে গাংনী উপজেলা হাসপাতাল থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রফোর্ড করা হয়েছে।

আহত আবু ছদ্দিন জানান, স্থানীয় একটি পুকুরে আমার পাট জাগ দেওয়া আছে। আমার জাগ দেওয়া পাটের উপর বসে একই গ্রামের জেহেল আলী ও মফিজুল ইসলাম পাট জাগ দিচ্ছিল। আমি তাদের নিষেধ করাই আমার উপর হামলা শুরু করে। তারা আমার ঘাড় ধরে মটকে দেই। এসময় আমি মাটিতে পড়ে থাকলে তার উপর কিল ঘুঁষি মেরে আহত করে। আমার চিৎকারে এলাকার মানুষ ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায়। পরে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

তার স্বাস্থ্যে অবস্থা খারাপ হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।